ট্রেড ইউনিয়ন কি এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা কেন?

ট্রেড ইউনিয়ন কি ঃ- ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত এমন একটি সংগঠন যা সংবিধান ও সদস্যদের উপর নির্ভর করে এবং ইহা সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা, সদস্যদের নিয়ে গঠিত ও গনতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত।

ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা ঃ-

১. কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধতা ও শক্তি বৃদ্ধিরজন্য।
২. যৌথভাবে শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য।
৩. নিয়োগের শর্ত অক্ষুন্ন রাখার জন্য।
৪. চাকুরীর শর্তের উন্নতি সাধনের জন্য।
৫. সদস্যদের ন্যায় সঙ্গত দাবি দাওয়া কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার জন্য।
৬. চাকুরীর নিরাপত্তার জন্য।
৭. শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য।
৮. ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য।
৯. সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য।
১০. সর্বোপরি যৌথভাবে শ্রমিক কর্মচারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য।
১১. দেশ, জাতি ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নতি সাধনের জন্য।
১২. প্রতিষ্ঠানে সার্বিক কর্মকান্ডে শ্রমিক কর্মচারীদের অংশদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য।
১৩. শ্রমিক ও মালিক/কর্তৃপক্ষের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য।

ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা ঃ-

- ইউনিয়ন করা সময়ের অপচয়
- ইউনিয়ন করা অর্থের অপচয়
- ইউনিয়ন নেতাদের দ্বারা পরিবৃত্ত ও দখলকৃত
- ইউনিয়ন শুধুই পরুষদের জন্য
- ইউনিয়ন করা ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য

কিন্তু যারা পূর্ণ ইচ্ছায় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য তারা জানেন ঃ-

- ইউনিয়ন হল শিল্প, প্রতিষ্ঠান এবং শ্রমিকের মেরুদদন্ড
- ইউনিয়ন হল শিল্প, যৌথ দরকষাকষির প্রতিষ্ঠান।
- ইউনিয়ন হল শ্রমিক মালিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন
- ইউনিয়ন মালিক/কর্তৃপক্ষের চেয়ে অধিক শক্তিশালী সংস্থা
- ইউনিয়ন সমান অধিকার নিশ্চিত করে
- ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধতা তৈরী করে
- ইউনিয়ন সমৃদ্ধির প্রশস্ত মহাসড়ক

ইউনিয়নের সার্বিক কর্মকান্ডে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহনে বাধা সমূহ ঃ-

- সচেতনতার অভাব
- স্বতঃস্ফুর্ততার অভাব
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব
- জবাব দিহিতার অভাব
- পারিবারিক বাধা
- আঞ্চলিক প্রভাব
- রাজনৈতিক প্রভাব
- যোগাযোগের অব্যবস্থা
- সামাজিক প্রতিবন্ধকতার
- ট্রেড ইউনিয়নের বহুধাবিভক্তি
- প্রশাসনিক সমস্যা
- আর্থিক অস্বচ্ছলতা
- যোগ্য নেতৃত্বের অভাব
- সদস্যদের ইচ্ছার অভাব
- সহযোগিতার অভাব
- উদার মানষিকতার অভাব

বর্ণিত বাধা সমূহ অতিক্রমের জন্য ইউনিয়নের করনীয়ঃ-

১. সদস্যদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা ।

২. সদস্য ও ইউনিয়নের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা।

৩. ইউনিয়নের সার্বিক কর্মকান্ডে সদস্যদের অংশ গ্রহনে উৎসাহিত করা।

৪. ইউনিয়নের কর্মকান্ড সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করা।

৫. সামাজিক বাধা দূরীকরণে ইউনিয়নের ভুমিকা জোরদার করা।

৬. জবাবদিহিতার মাধ্যমে সদস্যদের আস্থা বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

৭. ইউনিয়নের সাফল্য ও ব্যর্থতা সদস্যদেরকে অবহিত করা।

৮. ইউনিয়ন কর্তৃক কল্যান মূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

৯. যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সমস্ত কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

১০. মহিলাদের ও যুবকদের অংশ গ্রহন বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিনিধি বাড়ানো।

১১. সংবিধান সম্পর্কে সদস্যদেরকে অবহিত করা।

১২. নিয়মিত চাঁদা দানে উৎসাহিত করা এবং হিসাব সংরক্ষণ করা।

ট্রেড ইউনিয়নের দায়ীত্ব ও কর্তব্য ঃ-

ইউনিয়ন হিসাবে

- ✡ সদস্যদের অধিকার রক্ষা
- ✡ নির্যাতন থেকে রক্ষা
- ✡ স্বার্থ সংরক্ষণ
- ✡ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা

সদস্য হিসাবে

- ✡ সংবিধান মেনে চলা
- ✡ নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করা
- ✡ ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত মেনে চলা, বাস্তবায়ন করা এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।

কল্যানমূখী কার্যক্রম হিসাবে হিসাবে

- ✡ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা
- ✡ স্বনির্ভর এবং আত্মনির্ভরশীল করা
- ✡ ঐক্যবদ্ধতার জন্য সঠিক যোগাযোগ রক্ষা করা
- ✡ শিল্পে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা
- ✡ কর্তপক্ষ/মালিক/সরকার এর মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরী এবং রক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ✡ আইনগত সাহায্য ও সহযোগিতা করা
- ✡ সদস্যদের নিয়ে শিল্প/সংস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়নে ভুমিকা রাখা।
- ✡ সংবিধান ও আইন মোতাবেক স্বাধীন ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা , গনতান্ত্রিকভাবে কার্য পরিচালনা করা।
- ✡ সমতার ভিত্তি তৈরীর মাধ্যমে সমবায়ী মনোভাব গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।
- ✡ যৌথ দরকষাকষির ব্যবস্থা করা।
- ✡ অনৈক্য সৃষ্টির কোন চেষ্টা না করা এবং কেউ করলে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।
- ✡ সঠিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তথ্য ও সমস্যা যথা সময়ে ইউনিয়নকে অবহিত করা।
- ✡ প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধতার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যোগ দেওয়া এবং সামাজিক সমৃদ্ধিও ব্যবস্থা করা।
- ✡ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতির উন্নয়ন সাধন করা।
- ✡ ইউনিয়ন পরিচালনার জন্য সঠিক এবং উপযুক্ত নের্তৃত্ব নির্বাচন করা।

নেতা ও নেতৃত্ব (Leader and Leadership)

LEAD ⟶ *LEADER* ⟶ *LEADERSHIP*

আদেশ করা, চালিত করা, দিক নির্দেশনা দেওয়া — *নেতা* — *নেতৃত্ব*

নেতা ঃ- যিনি কোন দল বা গোষ্ঠীর আচরণ ও কাজকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে নিয়ে উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করেন, তাকেই নেতা বলে।

নেতার ইংরেজী শব্দ *LEADER.* এই ইংরেজী শব্দকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়ু

L = Loyal / Listener (*বিশ্বস্থ / শ্রোতা*)

E = Educated (*শিক্ষিত*)

A = Active (*কর্মঠ / সক্রিয়*)

D = Dutiful(*কর্তব্য পরায়ন*)

E = Energetic (*উদ্দমশীল*)

R = Realistic/ Responsiable (*বাস্তববাদী / দায়ীত্বশীল*)

উক্ত বিশ্লেষণ হতে বলা যায় যে, যিনি শিক্ষিত, কর্মোঠ, ভাল শ্রোতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব পরায়ন এবং বাস্তববাদী তিনিই নেতা।

নেতার কার্যাবলী ঃ-

কোন নেতার অনুসারী/কর্মী তথা মানুষ পরিচালনার কাজটি অনেক কষ্ট সাপেক্ষ। কর্মীদের চাওয়া-পাওয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। এই দু'য়ের সমন্বয় বিধান করেই নেতাকে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

নেতার কাজ ঃ-

প্রাতিষ্ঠানিক দিক বিচারে	কর্মীদের দিক বিচারে
১। পরিকল্পনা প্রনয়ন ও নীতি নির্ধারণ	১। আস্থা সৃষ্টি
২। উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী	২। দলগত প্রচেষ্টার উন্নয়ন
৩। কর্মী নির্বাচন	৩। প্রেরনা দান
৪। নির্দেশ প্রদান	৪। যোগাযোগ রক্ষা
৫। তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন	৫। অধিকার রক্ষা
৬। কার্যকর নিয়ন্ত্রন	

একজন নেতার গুনাবলী ঃ-

বিভিন্ন সমাজে ও পরিবেশে বিভিন্ন ধরণের নেতা নেতৃত্ব দেন বিধায় নেতার গুনাবলী কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে মতের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁর নসিহাতুল আল মুলুক কিতাবে একজন আদর্শ নেতার গুনের কথা উল্লেখ করেছেন। নেতার অবশ্যই চারটি গুন থাকা বাঞ্চনীয় যথা ঃ- (১) ন্যায়পরায়নতা (২) বুদ্ধিমত্তা (৩) ধৈর্য ও (৪) নম্রতা। সেই সাথে নেতার চারটি দোষ পরিহার করা আবশ্যক। যেমনঃ- (১) পরশ্রীকাতরতা (২) অহমিকা (৩) নিচুতা ও (৪) অসহিষ্ণুতা।

১৯৭৪ সালে ষ্টগডিল নেতৃত্ব সংক্রান্ত একটি গবেষণা মূলক জরীপ চালান। এতে তিনি দেখতে পান যে, নেতৃত্বের জন্য কয়েকটি গুন অপরিহার্য বলে সবাই মোটামুটি একমত। যথা-

১। **শারিরীক গুনাবলী** ঃ- শক্তি, চেহারা ও উচ্চতা।

২। **মানষিক গুনাবলী** ঃ-আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ, আক্রমন প্রবনতা ও পরবর্তী অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা।

৩। **সামাজিক গুনাবলী** ঃ- সহযোগিতামূলক মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা।

৪। **কার্য সম্পর্কিত গুনাবলী** ঃ- উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অনমনীয় ও নির্বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা।

নিম্নে একজন আদর্শ নেতার গুন উল্লেখ করা হইলঃ-

(১) আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব (২) ন্যায়পরায়নতা (৩) সত্যবাদিতা (৪) নিয়মানুগ (৫) উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও কর্মে আগ্রহ (৬) শিষ্টাচার

(৭) কষ্ট সহিষ্ণুতা (৮) মানসিক দৃঢ়তা (৯) সমালোচনা গ্রহনের ক্ষমতা (১০) ধর্মজ্ঞান ও অনুশীলন (১১) কথায় এবং কাজে সৎ ও বিশ্বাসী (১২) অন্যকে প্রশংসা করা ও অন্যের কাজের স্বীকৃতি দান ক্ষমতা (১৩) কার্য সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন (১৪) অঙ্গীকার পালনে র্দঢ়তা ও দায়বদ্ধতা (১৫) মিতব্যয়ি ও মিতাচারী (১৬) প্ররোচিতকরণ ক্ষমতা (১৭) অধ্যবসায়ী (১৮) সৃজন শীলতা (১৯) প্রখর বুদ্ধি জ্ঞান (২০) আত্মবিশ্বাস ও আত্ম সচেতনতা (২১) পরম সহিষ্ণুতা (২২) সরলতা (২৩) ধৈর্যশীলতা (২৪) নমনীয়তা (২৫) প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত জ্ঞান (২৬) পরামর্শ গ্রহন ও দানের ক্ষমতা (২৭) প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা (২৮) কার্যের পরিস্থিতি মূলায়ন ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা (২৯) ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন ক্ষমতা (৩০) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ চিন্তার ক্ষমতা (৩১) পূর্বানুমান ক্ষমতা (৩২) ধীরস্থিরতা (৩৩) সহযোগীতা ও সহনশীলতা (৩৪) পাঠ অভ্যাস (৩৫) স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনায় কাজ করা (৩৬) বাগ্মিতা (৩৭) বিভিন্ন ভাষা জ্ঞান (৩৮) সুআচরণ (৩৯) দেশপ্রেম (৪০) বহির্মুখিতা (৪১) উদ্যোগী (৪২) বন্ধু পরায়ন (৪৩) স্মরণশক্তি (৪৪) জবাবদিহির মানশিকতা (৪৫) রসবোধ (৪৬) অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতি না দেওয়া (৪৭) সব ব্যপারে বিরোধে না জড়ানো (৪৮) তাৎক্ষণিক কিছু না বলা (৪৯) আন্ত ব্যক্তিক যোগাযোগ রক্ষা (৫০) অধঃস্তনদের মূল্যায়ন করা (৫১) সুবক্তা (৫২) মধুর কণ্ঠস্বর (৫৩) নির্ভর যোগ্যতা (৫৪) মনোযোগী

একজন নেতা বহুবিধ গুনের অধিকারী হন। এর কতকগুলো তিনি জন্ম সূত্রে পেয়ে থাকেন , আবার কতকগুলো চর্চার মাধ্যমে অর্জন করেন। যার মধ্যে এ সকল গুনাবলী সর্বাধিক পরিমানে দেখা যায়, তিনিই আদর্শ নেতা। তবে এত বিচিত্র গুন একজন নেতার মধ্যে পাওয়া প্রায় অস্মভব।

যোগ্য নেতার করনীয়ঃ-

১। অধঃস্তদের সম্পর্কে ধারনা

২। অনুসারীদের সাথে সহ-অবস্থান

৩। পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধান

৪। অধঃস্তনদের আনুগত্য

৫। অধঃস্তনদের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ

৬। অনুসারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ

৭। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপস্থিতি

৮। ঝুকি গ্রহনের মানষিকতা

৯। নেতৃত্বে কতিপয় গুনের সমষ্টি

১০। নের্তৃত্ব শক্তির সাথে তুলনীয়

নের্তৃত্ব *(LEADERSHIP)* ঃ-

ইংরেজী শব্দ *LEAD* থেকে *LEADERSHIP* শব্দ এসেছে, যার বাংলা প্রতিশব্দ **'নের্তৃত্ব'**। *LEAD* শব্দের অর্থ- পথ দেখানো, চালিত করা, আদেশ করা ইত্যাদি। তাই **'নের্তৃত্ব'** বলতে নেতার কাজগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

খ্যাতিমান দুই লেখক H. Koontz এবং C.O. Donnell নের্তৃত্বের সজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,- " Laedership is the art or process of influencing people so that they will strike willingly and enthusiastically towards the achievement of group goals." অর্থাৎ-

নেতৃত্ব হলো মানুষকে প্রভাবিত করার একটি কলা বা প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কর্মীরা নিজে থেকে সচেষ্ট হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে দলীয় লক্ষ্য অর্জনের পথে ধাবিত হয়। এখানে নের্তৃত্ব হলো মানুষকে প্রভাবিত করার কৌশল।

Mr. Stogdill- এর মতে "প্রত্যাশা পূরণ ও পারস্পারিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য একটি কাঠামোর সৃষ্টি ও সংরক্ষণই হলো নেতৃত্ব।

বিখ্যাত লেখক Chester I. Barnard নের্তৃত্বের সজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন," **নের্তৃত্ব** হলো মানুষের আচরণগত কতিপয় গুনাবলী, যার দ্বারা সংঘবদ্ধভাবে অন্যদের কাজকে পরিচালিত করা যায়।

এখানে নের্তৃত্ব বলতে মানুষের একটি বিশেষ গুনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নের্তৃত্বে গুরুত্ব ঃ- (১) দলগত প্রচেষ্টা (২) সহযোগীতা (৩) লক্ষ্যার্জনে সহায়ক ভুমিকা (৪) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (৫) সমন্বয় সাধন (৬) নমনীয়তা বৃদ্ধি (৭) কর্তৃত্বের সদ্ব্যবহার (৮) দক্ষ প্রশাসন (৯) মনোবল বৃদ্ধি (১০) সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা (১১) সম্পর্কের উন্নয়ন (১২) যোগাযোগ স্থাপন।

সৌজন্য ঃ তুহিন শুভ্র হালদার, সভাপতি , পিজিসিবি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (রেঃ নং বি-২১১৭), খুলনা শাখা কমিটি, পাবলা, দৌলতপুর , খুলনা।

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের দূর্বলতার কারণসমূহ ঃ-

বিশ্বের উন্নয়নশীল ও শিল্পোন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে অনেকটা অনগ্রসর। যে কারণে এদেশে শ্রমিক আন্দোলন প্রসার লাভ করেনি এবং শিল্প-কারখানা গুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়নের দূর্বলতার কারণসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

১) শ্রমিকদের শিক্ষার অভাব ঃ- বাংলাদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলোতে নিযুক্ত শ্রমিকদের শতকরা প্রায় ৯৫ জনই অশিক্ষিত। শ্রমিকদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব থাকায় তারা ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। ফলে বলিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

২) সঠিক নের্তৃত্বের অভাব ঃ- আমাদের দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সুযোগ্য নের্তৃত্বের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। যেহতু শ্রমিকদের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অসচেতন সেহেতু তাদের মধ্য থেকে যোগ্য নের্তৃত্ব গড়ে উঠছে না। ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলো আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারছে না।

৩) শ্রমিকদের দারিদ্রতা ঃ- শ্রমিকদের দারিদ্রতা ট্রেড ইউনিয়নের দূর্বলতার একটি অন্যতম কারণ। এদেশের শিল্পে শ্রমিকেরা এতই দরিদ্র যে, তাদের পক্ষে ইউনিয়নের চাঁদা ঠিক মত প্রদান করা সম্ভব হয় না। আর্থিক প্রতিবন্ধকতার দরুণ ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের কল্যানে কোন গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহন করতে পারে না।

৪) শ্রমিকদের একতার অভাব ঃ- এদেশে শ্রমিকদের মধ্যে একতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাবের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শ্রমিকরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে অন্তর্দন্দে লিপ্ত থাকে, যা তাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। ঐক্যের অভাবে শ্রমিক আন্দোলন সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ নিতে পারে না। যার ফলে এদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলো দূর্বল হয়ে পড়ে।

৫) পেশা পরিবর্তন ঃ- আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রমিকই কৃষি পেশা ছেড়ে শিল্প শ্রমিক হিসাবে বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় যোগদান করে। তাছাড়া শ্রমিকরা প্রায়শই এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় অন্য পেশায় গমন করে। এভাবে পেশা পরিবর্তনের কারণে ট্রেড ইউনিয়নগুলো স্থায়ী শ্রমিক সদস্যের অভাবের সম্মুখীন হয়, যা ট্রেড ইউনিয়নের উন্নতিকে ব্যহত করে।

৬) শ্রমিক নেতাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গি ঃ- বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতারা শ্রমিকদের কল্যানের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রায় সময়ই রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। শ্রমিক নেতার এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৭) ক্ষুদ্র আয়তনের ট্রেড ইউনিয়ন ঃ- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলো ক্ষুদ্র আয়তনের এবং এদের সদস্য সংখ্যাও কম। ফলে সম্মিলিতভাবে গঠনমূলক ভুমিকা পালনে ট্রেড ইউনিয়নগুলো ব্যর্থ হয়।

৮) আন্তঃ ট্রেড ইউনিয়ন দ্বন্দ্ব ঃ- ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পরস্পরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বও দূর্বল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি অণ্যতম কারণ। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। এরা তাদের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যমতের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ না করে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়। ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলো দূর্বল হয়ে পড়ে।

৯) মালিকদের অসহযোগিতা ঃ- বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা কখনোই ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সমর্তন করাতো দূরের কথা এর নামই শুনতে পারে না। কিভাবে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করা যায় এটাই মালিকদের অভিপ্রায়। মালিকদের আন্তরিক সমর্থন না থাকায় ট্রেড ইউনিয়নগুলো আমাদের দেশে উন্নতি লাভ করতে পারে না।

১০) সরকারের মনোভাব ঃ- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলেকে গঠনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহন করানোর ব্যাপারে সরকারের ভুমিকা নগন্য। প্রায়শই দেখা যায়, ক্ষমতাশীল দল ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। যার ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত কারণগুলোই প্রধানত আমাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উন্নয়নের পথে বড় ধরণের সমস্যা। এগুলোকে ট্রেড ইউনিয়ন এর দূর্বলতার প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।